গ্রাম
(VILLAGE)

অর্থ (Meaning)

সাধারণভাবে গ্রাম (Village) বলতে বোঝায় সেই ছোট নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলকে যেখানে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা কম এবং তাঁদের কাছে কৃষি (Agriculture) শুধুমাত্র বৃত্তিই (Occupation) নয়, কৃষি তাঁদের জীবনধারা (way of life)। একসাথে বসবাসকারী এই জনসমষ্টির মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা (Community sentiment) বিদ্যমান, তাঁরা সাধারণত একই জীবন শৈলী অনুসরণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের মধ্যেকার সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (interaction) খুব গভীর।

ম্যান্ডেলবাম (Mandelbaum) মনে করেন, গ্রামবাসীর কাছে তাঁর গ্রাম শুধুমাত্র কিছু বসতবাড়ি, কিছু রাস্তাঘাট বা চাষের জমির যোগফল নয়, এ হলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সামাজিক বাস্তবতা (prime social reality)। ম্যান্ডেলবাম-এর পর্যবেক্ষনে, গ্রাম তার অধিবাসীদের কাছে স্পষ্টত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সজীব সামাজিক অস্তিত্ব।

নগরের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় গ্রাম -এর ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষে গ্রাম-এর নগরে পরিণত হওয়ার অন্যতম সূচক হলো জনগণনার হিসেবে অতন্ত পাঁচ হাজার মানুষের বসবাস। অর্থাৎ সাধারণত একটি ভারতীয় গ্রামের আধিবাসীদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের চেয়ে কম। ভারতবর্ষে ভৌগলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে গ্রামের জনসংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। সমভূমি অঞ্চলের গ্রামের চেয়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলের গ্রামের জনসংখ্যা খুবই কম।

এ বিষয়ে সবাই একমত যে গ্রামই হলো সব থেকে পুরোনো ও স্থায়ী জনসমষ্টি। কিন্তু, গ্রাম এর কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আমরা গ্রাম কে চিহ্নিত করতে পারি, এগুলি হলো, কম জনসংখ্যা, কৃষিই হচ্ছে মূল পেশা, সামাজিক ও ভৌগলিক ক্ষেত্রে গতিশীলতার অভাব, সামাজিক একরূপতা, সমষ্টিগত মানসিকতা, প্রকৃতি-নির্ভর জীবনযাত্রা, ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner

সনাতন ভারতবর্ষে গ্রামীন সংহতি এবং অভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থা : (Village solidarity and Internal Regulations in Traditional India)

গ্রামীন সংহতি (Village solidarity) :

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপর নির্ভর করে সনাতন ভারতবর্ষে গ্রামীন সংহতি (Village Solidarity) গড়ে উঠেছিল। গ্রামের অভ্যন্তরে বিবিধরকম সামাজিক -সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চলতো। গ্রামবাসীদের জীবনে সাদাসিধে ধরণের উৎসব অনুষ্ঠান, আমোদ প্রমোদ ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশ হতো। আরও নানা ধরণের সম্মিলিত সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সনাতন ভারতের গ্রামীন জীবনে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতো।

গ্রামীন সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগুলিকে তাদের জীবনধারনের জন্য অন্যান্য জাতিগুলির ওপর নির্ভর করতে হতো। কোনো জাতিই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতির ভিত্তিতে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করতো।

এ প্রসঙ্গে আমরা শেলভাঙ্কারের বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি— "এরা একদিকে বিবিধ প্রকার যৌথ বাধানিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, আবার অন্যদিকে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ প্রকার সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী ছিল"। সনাতন ভারতের গ্রাম সমাজে কৃষক ছাড়া মুচি, কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, তেলি, নাপিত ও অন্যান্য কারিগররা বাস করতো। তাঁরা সবাই গ্রামের জন সাধারণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করতো। গ্রামগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে মোটামুটি স্বনির্ভর ছিল বলা চলে। গ্রামের প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যেত না কারণ এতে কারো কোনো লাভও ছিল না। বিশেষ করে, কৃষকদের ক্ষেত্রে, বাড়তি ফসল দেখে রাজস্ব আদায়কারীরা বেশি অংশ দাবী করবে— এই আশংকায় শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজনমাফিক উৎপাদনকেই তাঁরা স্বাভাবিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধার্য করত।

একই আঞ্চলিক ভূখন্ডে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে গ্রামের মানুষের একটি গ্রাম-ভিত্তিক আত্মপরিচয় গড়ে উঠত। নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে একটা 'আমরা-বোধ' (We feeling) তৈরি হতো। গ্রামের বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামবাসীদের মনে গর্ববোধ থাকত। নিজেদের গ্রাম সম্পর্কে এই চেতনা গ্রামীন সংহতি (Village solidarity) বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। টনিজ এর 'জেমেনস্যাফ্ট এবং জেসেলস্যাফ্ট। (-Gemeinschaft and Gesellschaft) সম্পর্কিত তত্ত্ব আমরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ অবধি ইউরোপেও সম্প্রদায় ভিত্তিক গ্রাম সমাজের আধিক্য দেখা যায়। টনিজ যাকে বলেছেন 'জেমেনস্যাফ্ট। গ্রামসম্প্রদায় গুলি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। এখানে একসাথে দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে অধিবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ট। জীবনের সঠিক প্রয়োজন মেটানোই ছিল এই সম্প্রদায়ভিত্তিক বসবাসের

Scanned with CamScanner

মূল উদ্দেশ্য। একই ধরণের জীবনধারায় অংশগ্রহণের ফলে এদের মধ্যে শক্তিশালী গ্রামীন সংহতি গড়ে উঠতো। অধিবাসীদের মনে তাদের নিজেদের গ্রামসম্পর্কে গর্ববোধ ছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে ইউরোপে শিল্পের অগ্রগতির সাথে সাথে এই ধরণের জেমেনস্যাফ্ট গুলি দূর্বল হতে থাকে। সহজ সরল কৃষি ও গ্রামীন শিল্পের ঐক্য নষ্ট হতে থাকে। গ্রামগুলি সমিতিভিত্তিক সমাজ-অর্থাৎ 'জেসেলস্যাফ্ট'এ রূপান্তরিত হতে থাকে। সনাতন ভারতবর্ষে গ্রামসমাজ গুলির ক্ষেত্রে আমরা টনিজ উল্লেখিত 'জেমেনস্যাফ্ট'এর বৈশিষ্ট্য গুলি দেখতে পাই। এক্ষেত্রেও গ্রামবাসীদের মধ্যে এক সমষ্টিগত চেতনাবোধের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যা গ্রামীন সংহতি (Village solidarity) তৈরি করে। গ্রামের উৎসব-অনুষ্ঠান, পালা-পার্বন আয়োজনে এবং অংশগ্রহণে এই সংহতিবোধ পরিলক্ষিত হয়। গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে এইসব গ্রামীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। গ্রামীন মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, প্রথা-প্রকরণ প্রভৃতি অভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। গ্রামের আধিবাসীদের মধ্যে প্রাথমিক এবং আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক (primary and informal relation) বিদ্যমান থাকে। গ্রামের অধিবাসীরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে পারিবারিক ভাবে চেনে ও জানে।

সনাতনী কৃষি ও গ্রামীন কৃষি ভিত্তিক শিল্পের মিলনের উপর ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতের গ্রামগুলি স্বনির্ভর হতো। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই সনাতন ভারতবর্ষের গ্রামগুলিতে কৃষি ও শিল্পের জন্য শ্রম যৌথভাবে নিয়োজিত হতো। গ্রাম সংহতির (Village solidarity) পেছনে গ্রামের এই আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতো।

সনাতন ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ভাবে স্থবির পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলি স্বতন্ত্র এককে পরিনত হয়েছিল এবং নিজ কক্ষপথে আপন গতিতে আবর্তিত হতো। এরই ফলে বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে 'আমরা-ওঁরা' বোধ তৈরি হতো। এরই ভিত্তিতে সনাতন ভারতবর্ষে গ্রামীন সংহতি (Village solidarity) শক্তিশালী হতো।

সনাতন ভারতীয় সমাজে গ্রাম এর যে একটি আলাদা সত্তা ছিল তা নানা ভাবে বোঝা যায়। যেমন গ্রামভেদে একই জাতির (caste) সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য থাকতে পারে। একটি নির্দিষ্ট জাতিভূক্ত ব্যক্তি নিজের গ্রাম ছেড়ে প্রতিবেশী গ্রামে অতিথি হয়ে গেলে সেই গ্রামের তাঁর জাতির যে মর্যাদা সেই অনুযায়ী তাঁর জাত মর্যাদা নির্ধারিত হবে। তাঁর নিজের গ্রামের জাত মর্যাদা এক্ষেত্রে স্বীকৃতি পাবে না। এক্ষেত্রে জাত বা জাতি পরিচিতি (caste identity) থেকে গ্রাম-পরিচিতি (Village identity) বেশি গুরুত্ব লাভ করছে।

গ্রামীন সংহতির (Village solidarity) পরিচয় পাওয়া যায় সেই সময় সমগ্র গ্রাম যখন বিপদের মুখোমুখি হয়। খরা, বন্যা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় একটি গ্রামের অধিবাসীরা একই অভিজ্ঞতা লাভ করে। গ্রামের সংকটকালীন অবস্থার মোকাবিলা তাঁরা একই সাথে করার চেষ্টা করে। গ্রামের বিপদ থেকে মুক্তির জন্য সবাই মিলে যজ্ঞ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন করে তাদের সমষ্টিগত মানসিকতায়। নানা ধর্মীয়

Scanned with CamScanner

বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা যৌথভাবে এতে অংশগ্রহণ করে। পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালো -মন্দের ভাবনা গ্রাম-ভেদে আলাদা-আলাদা হতে পারে। সনাতন ভারতের গ্রাম সমাজে পরিবার ভিত্তিক পারস্পরিক আদান-প্রদান ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে চলে ছিল। এই ব্যবস্থা প্রতিযোগিতাহীন প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র বজায় রেখে গ্রাম সংহতি বজায় রাখার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এই আদান-প্রদান ব্যবস্থা বিশ্লেষনে যজমানি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যবস্থা মূলত ভারতের জাত-ব্যবস্থার (Caste system) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত। প্রত্যেক জাত-গোষ্ঠীর সদস্যদের বৃত্তি বা পেশা পূর্বনির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ছিল। বংশ পরম্পরায় প্রত্যেক ব্যক্তি জাত নির্দিষ্ট পারিবারিক পেশা অবলম্বন করতো। জীবনের মৌলিক প্রায়োজনগুলি মেটানোর তাগিদে জাত গোষ্ঠীগুলির পরস্পর নির্ভরশীলতাই যজমানি ব্যবস্থার এবং একই সাথে তা গ্রামীন সংহতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উইলিয়াম, এইচ, ওয়াইজারের কাছে যজমানি ব্যবস্থা গ্রামের অধিবাসীদের এক সহযোগীতা মূলক আদান-প্রদান ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই ব্যবস্থা একই সাথে গ্রামের মানুষের কিছু দায়দায়িত্ব ও অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত অনুযায়ী, যজমানি গ্রামের উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ মানুষের মধ্যে এক সামাজিক সংহতি তৈরি করেছিল। গ্রামীন বিবাদেও এরা অন্তর্গোষ্ঠী (ingroup) হিসেবে ভূমিকা পালন করতো। যখন মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন হয়নি সেই সময়কালে পরস্পর নির্ভরশীল জাতগোষ্ঠী গুলির মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলার কাজে এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সনাতন ভারতবর্ষে গ্রামীন সংহতি (Village solidarity) গড়ে তোলার কাজে এই দীর্ঘ স্থায়ী, সুনির্দিষ্ট ও বহুমুখী আদান-প্রদান ব্যবস্থার মূল্য অপরিসীম। গ্রামীন সংহতি সনাতন গ্রাম জীবনের মূল ভিত্তি হলেও বিভিন্ন জাতের মধ্যে গ্রামীন দ্বন্দ্ব ও বিবাদের ঘটনাও অস্বীকার করা যায় না।

অভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থা (Internal Regulations) :

সনাতন ভারতীয় সমাজে গ্রামগুলি অভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থার (Internal Regulations) মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হতো। প্রতিটি গ্রামের পৃথক রীতি -নীতি, প্রথা, আচার, ইত্যাদি নিয়েই গ্রামের নিজস্ব বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠত।

অধ্যাপক এ.আর. দেশাই-এর মত অনুযায়ী, সনাতন ভারতবর্ষের গ্রামে যেখানে একটি জাতি গোষ্ঠী স্পষ্টভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী তারাই গ্রামের বিধিব্যবস্থা রূপায়ন এবং নজরদারীর দায়িত্বে থাকতো। এই আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্ব কখনো সরাসরি কখনো সনাতনী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন বিধি নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে গ্রাম পরিচালনা করতো। তাঁর মতে, এই আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠী খুব সফলভাবে গ্রাম পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করতে পারতো না। এরকমও দেখা গেছে অনেক গ্রামে আধিপত্যকারী জাতি গোষ্ঠী ও আবার উপদলে বিভক্ত। তারা নিজেরই অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করতো। যদিও সাধারণভাবে অন্যান্য গ্রামবাসীদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণে কোনো বাধা এলে সেক্ষেত্রে এই

Scanned with CamScanner

আধিপত্যকারী বা প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠীকে আবার এক হতে দেখা যায়।

সনাতন ভারতবর্ষে এমন গ্রামও দেখতে পাওয়া যেত যা কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকত না। সেইসব গ্রামে বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গ্রাম পরিচালনার ক্ষমতা নিয়ে শক্তিশালী জাতগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যেত। আবার সার্বিকভাবে গ্রামের কল্যানমূলক কাজের রূপায়নে দ্বন্দ্বের বদলে এদের মধ্যে ঐক্যও দেখতে পাওয়া যেত। গ্রামপঞ্চায়েতই ছিল গ্রাম সংহতি বা ঐক্যের মাধ্যম।

সনাতনী গ্রাম সমাজে গ্রামীন জীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গঠন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রামের পঞ্চায়েত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। গ্রামের অধিবাসীরা স্বীকৃত প্রথা, লোকাচার, লোকনীতি পালন করছে কীনা তার নজরদারীর দায়িত্ব ন্যস্ত হতো পঞ্চায়েতের উপর। এভাবেই গ্রামের প্রভাবশালী জাতিগোষ্ঠীর মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের নিজস্ব বিধিনিয়ম কার্যকরী ও পালনীয় করে গ্রামের সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তৎপর থাকতো।

কৃষি জমির ওপর অধিকারই ছিল গ্রামের কোনো জাতি গোষ্ঠীর গ্রামীন জীবনে আধিপত্য বজায় রাখার মূল ভিত্তি। তবে তাদের ক্ষমতার উৎস শুধু এই একটি মাত্র বিষয়েই নিহিত ছিল না, নানা আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণের সম্মিলিত ফলেই গ্রামে আধিপত্যকারী জাতির ক্ষমতা সংহত হয়েছিল। একটি জাতিকে আধিপত্যকারী জাতিতে পরিনত হতে গেলে শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে শক্তিশালী হলেই হয়না, পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাবও যথেষ্ট পরিমানে থাকতে হতো।

গ্রামের আধিপত্যকারী জাতির অনেক সদস্য প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার কারণে প্রশাসক এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এবং নৈকট্য অনেক বেশি ছিল। যা দৈনন্দিন গ্রাম জীবন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এমনিতেই প্রভাবশালী এই জাতির ভূমিকা আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই এই প্রভাবশালী পরিবার গুলি নিজেদের গ্রামের শাসক বলে মনে করত। তাঁরা নিজেদের সম্বন্ধে মনে করতো গ্রামের প্রথা, বিধিব্যবস্থাকে লাগু করে গ্রাম শাসনের স্বাভাবিক অধিকার তাঁদের আছে। গ্রামের অধিকাংশ কৃষিজমির মালিক এই পরিবারগুলি তাঁদের ওপর অর্থনৈতিক ভাবে নির্ভরশীল অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের প্রজা হিসেবে গণ্য করতো।

সনাতন ভারতীয় সমাজের অধিকাংশ গ্রামেই অধিপত্যকারী জাতি গ্রামের নিজস্ব বিধিব্যবস্থা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছে কীনা তা নজরদারী করার দায়িত্বে থাকতো। ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়নে পুরস্কার এবং এর অন্যথা হলে শাস্তি দেওয়ার অধিকার ছিল আধিপত্যকারী জাতি গোষ্ঠীর। লিউইস এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দিল্লীর কাছে রামপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে আধিপত্যকারী শ্রেণি হিসেবে 'জাঠ'রা গ্রামের প্রথা বিধিব্যবস্থা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক ছিল। এখানে অন্যান্য জাতি এমনকী ব্রাহ্মণরাও আধিপত্যকারী জাতি 'জাঠ' দের দ্বারা

Scanned with CamScanner

নির্যাতিত হতো। 'জাঠ'দের মধ্যে অন্তগোষ্ঠী দলাদলি ছিল তবে গ্রামের ওপর তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য কোনো ধরণের 'চ্যালেঞ্জের' মুখে পড়লে নিজেদের মধ্যে দলাদলি ভুলে তাঁরা এর বিরুদ্ধে 'ঐক্যবদ্ধ' হতো, একইরকমভাবে, খালালপুরের আধিপত্যকারী জাতি হিসেবে রাজপুতদের কথা বলা যায়। গ্রামের নিজস্ব বিধিনিষেধ কেউ অমান্য করলে, বা অন্যকোনো জাতি গোষ্ঠী পরিবার গ্রামের ওপর তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তাঁদের খাদ্য, পশুখাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেবার হুমকি দেওয়া হতো। এমনকী কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করবার ভয় দেখানো হতো। সেনাপুর গ্রামের আধিপত্যকারী জাতিগোষ্ঠী ঠাকুরদের কথাও প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কীকী সেবা (service) গ্রামের অন্যান্য জাতগোষ্ঠীগুলি থেকে পাবে তা তো ঠিক করতই এমনকী অন্যান্য জাতগোষ্ঠীগুলি নিজেরা কীকী পরিষেবা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করবে তাও প্রভাবশালী ঠাকুর জাতই ঠিক করে দিত।

অধ্যাপক এম.এন. শ্রীনিবাস তাঁর ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন মহীশূর এর রামপুরায় আধিপত্যকারী জাতি ওকালিগারা কীভাবে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক বিধিনিয়মে গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করতো। মহীশূরের অনেক গ্রামে লিঙ্গায়তরাও ছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী। শুধু রামপুরাতেই নয় সাধারণভাবে বলতে গেলে সারা ভারতবর্ষের গ্রাম জুড়েই প্রভাবশালী বা আধিপত্যকারী জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। তারাই ছিল গ্রামের অভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থার (Internal regulations) মূল নিয়ন্ত্রক। অন্ধ্র প্রদেশে রেড্ডি ও কাম্মা, তামিলনাড়ুতে গৌন্ডার ও মুদালিয়ার, কেরালায় নায়ার, মহারাস্ট্রে মারাঠা, গুজরাতে পাতিদার, উত্তর ভারতে রাজপুত, জাঠ, আহির প্রভৃতি আধিপত্যকারী জাতিরই ছিল তাদের নিজের নিজের গ্রামের আভ্যন্তরীন বিধিব্যবস্থার (Internal Regulations) মূল নিয়ন্ত্রক।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সম্প্রদায় (Self-sufficient village community):

❖ **'স্বয়ংসম্পূর্ণ'—সীমিত অর্থে**

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামসমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' শব্দটির ব্যবহার করেন। স্বনির্ভরতা বোঝাতে অনেক সময় এই শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, কোনো সমাজই পুরো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এক্ষেত্রেও শব্দটি তুলনামূলকভাবে সীমিত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ বলতে এমন গ্রাম সম্প্রদায়কে বোঝান হয় যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সমষ্টিগত মানসিকতা বিদ্যমান এবং জীবনধারনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য তাদের গ্রামের বাইরের কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না। এই সীমিত অর্থেও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণসমাজ ও অর্থনীতি 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ছিল কিনা সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা একমত নন।

❖ **ক্ষুদ্রাকার প্রজাতন্ত্র**

সমাজতাত্ত্বিক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের গ্রামসমাজগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মতে, সামান্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে শতাব্দী কাল ধরে এই

Scanned with CamScanner

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজই ছিল প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক চাষবাদ এবং হস্তচালিত শিল্পের ওপর ভিত্তি করে গ্রামসমাজগুলি যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর ভারতে কর্মরত ইংরেজ প্রশাসক চার্লস মেটকাফের বক্তব্য তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররূপে বিরাজ করত। জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই তারা নিজেরাই যোগাড় করতে পারত। বাইরের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন হত না। যেখানে কোনো কিছুই টিকে থাকে না। যেখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম নিজের জোরে টিকে গেছে। একের পর এক রাজবংশ এসেছে এবং লোপ পেয়েছে, এক বিপ্লবের পর এসেছে আর এক বিপ্লব, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ সবাই ক্রমান্বয়ে শাসন করেছে, কিন্তু গ্রাম সমাজ মূলত একই রকম থেকে গেছে।" এইচ. এস. মেইনের মতে, গ্রাম সমাজ হল একটি সংগঠিত ও স্বয়ংক্রিয় পরিবারগোষ্ঠী যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ওপর যৌথ মালিকানার অধিকারী। এলফিনস্টোন, ডেনজিল ইবেটসনের মতো ইংরেজ প্রশাসকরাও প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অস্তিত্বের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এই গ্রামসমাজগুলিতে ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের প্রায় সব ধরনের বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যেত। বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই এই গ্রামসমাজগুলি তার সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন গৃহস্থালী সামগ্রী নিজেরাই তৈরি করত।

❖ পঞ্চায়েত গ্রামসমাজের প্রতিনিধি

অধ্যাপক এ. আর. দেশাইয়ের মতে, গ্রামের সমগ্র ভূমি প্রকৃতপক্ষে পঞ্চায়েতের অধিকারে ছিল। পঞ্চায়েত ছিল গ্রামসমাজের প্রতিনিধি। পঞ্চায়েতই কর্ষনোপযোগী ভূমি বিলি-বন্দোবস্ত করত। গ্রামের পরিবারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বলতে গিয়ে সমাজতাত্ত্বিক এ. আর. দেশাই শেলভাঙ্কারের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন—"এরা একদিকে বিবিধ প্রকার যৌথ বাধানিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত আবার অন্যদিকে যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বিবিধ প্রকার সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকারী ছিল।" গ্রাম সমাজে কৃষক ছাড়া মুচি, কামার, কুমোর, ছুতার, ধোপা, তেলি, নাপিত ও অন্যান্য কারিগররা বাস করত। তাঁরা সবাই গ্রামের জনগণের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই উৎপাদন করত। গ্রামগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে মোটামুটি স্বনির্ভর ছিল বলা চলে। গ্রামের প্রয়োজনের বাইরে বাড়তি উৎপাদনের চেষ্টা দেখা যেত না কারণ এতে কোনো লাভও ছিল না। বিশেষ করে কৃষকদের ক্ষেত্রে, বাড়তি ফসল দেখে রাজস্ব আদায়কারীরা বেশি অংশ দাবী করবে—এই আশংকায় শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজনমাফিক উৎপাদনকেই তাঁরা স্বাভাবিক লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ধার্য করত। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিমের সামান্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতবর্ষব্যাপী ব্যপ্তি লাভ করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কতিপয় আধিকারিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গ্রাম সম্প্রদায় ব্যবস্থার

Scanned with CamScanner

কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। তারই ভিত্তিতে ১৮১২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিবেদনে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবরণী প্রকাশিত হয়। তবে, অধ্যাপক মুখার্জীর মতে, এটা বললে অত্যুক্তি হয় না যে ভারতের গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে কার্ল মার্কসের রচনা থেকে আমরা সবচেয়ে ভালো ধারণা লাভ করতে পারি।

❖ গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্য

সমাজবিজ্ঞানীরা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে গ্রামসমাজের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি। মার্কসের মতে, ভারতের গ্রামীণ সমাজ গড়ে উঠেছিল ভূমিতে যৌথ মালিকানার ওপর ভিত্তি করে। দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত ও হস্তচালিত শিল্পের ঐক্যবন্ধনকে প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রাম সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। মার্কস মন্তব্য করেন—"কৃষি ও শিল্পের মিলনের ফলে ক্ষুদ্র সমাজ সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংভর হয় এবং নিজের মধ্যেই উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের শর্তকে পূরণ করে।" অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক ব্যবধান তৈরি হয়নি। পরস্পর নির্ভরশীলতার ভিত্তিতেই গ্রামসমাজে কৃষি ও শিল্পের জন্য শ্রম যৌথভাবে নিয়োজিত হত। তৃতীয়ত, গ্রামসমাজের বিচ্ছিন্নতা। বাইরের সমাজের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামসমাজগুলি বহুকাল ধরে নিঃসঙ্গ এবং বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এ. আর. দেশাইয়ের মতে, 'স্বনির্ভর' গ্রামসমাজগুলি বর্হিজগত থেকে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ইরফান হাবিবও মনে করেন যে প্রতিটি গ্রাম আর্থ-সামাজিক দিক থেকে স্বতন্ত্র এককে পরিণত হয়েছিল। চতুর্থত, প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজের সামাজিক সচলতার একান্ত অভাব ছিল। মার্কসের মতে, গ্রামসমাজগুলির গতিহীনতার কারণে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং নিজ কক্ষপথে আপন গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। এ. আর. দেশাইয়ের মতে, মার্কস এই অপরিবর্তনশীল গ্রাম সমাজের চিত্র খুবই সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ প্রশাসকদের বর্ণনা করা 'গ্রামসমাজ' এবং মার্কস বর্ণিত 'এসিয়াটিক' সমাজের ধারণাগত সাদৃশ্য এবং পার্থক্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের মতামত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, এই দুটি ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্যই বেশি। মূল্য পার্থক্য হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণ মার্কস যৌথ মালিকানার ধারণাকে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখেছেন। এই দ্বান্দ্বিক দিক এবং ভূমিতে বিভিন্ন রকম অধিকারের স্বীকৃতি ইংরেজ প্রশাসকদের রচনায় ছিল না।

❖ মার্কসীয় বিশ্লেষণ

ভারতের গ্রামসমাজে ভূসম্পত্তির যৌথ মালিকানা ছাড়া আরও দুটি প্রক্রিয়া মার্কসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে ছিল পরস্পরবিরোধী। একদিকে ছিল শ্রমবিভাজনের বিকাশের অভাব। যার কারণে দেখা যায় কৃষি ও হস্তচালিত শিল্পের মিলন। অপরদিকে ছিল এক 'অপরিবর্তনযোগ্য শ্রম বিভাজনের' প্রতিষ্ঠা। যা জাত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। জাত প্রথা অনুসারে গ্রাম সমাজের সদস্যদের বৃত্তি

Scanned with CamScanner

আরোপিত হত। 'প্রাকৃতিক আইনের 'অপ্রতিরোধ্য কর্তৃত্বের' বলে বৃত্তি বংশগত হয়ে উঠেছিল। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল 'অপরিবর্তনশীল বাজার'। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, কৃষি ও হস্তশিল্পের মিলন এবং অপরিবর্তনীয় শ্রমবিভাজন—ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির এই দুই যমজ স্তম্ভ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের বিশ্লেষণ কালজয়ী। কার্ল মার্কসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সমাজবিজ্ঞানী কে. এম আসরাফ প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের গ্রামসমাজ সম্পর্কে বলেন যে এখানে স্থানীয় চাহিদার কথা মনে রেখেই উৎপাদন করা হত। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষেরা নিজ নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে তাদের কাজ করত। ওইসব কাজের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রায় নয়, দ্রব্যে পারিশ্রমিক দেয়া হত। ঐতিহাসিক ডি. ডি. কোসাম্বীও ভারতীয় গ্রাম সমাজ সম্পর্কে মার্কসের মতকেই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে, সামান্য প্রয়োজনে সীমিত অর্থে পণ্য উৎপাদন ছিল। তবে উৎপাদন রাষ্ট্রের হাতে না পৌঁছন পর্যন্ত তা 'বাজার-পণ্যের' রূপ নেয়নি।

❖ গ্রামসমাজের ধারণা কি অতিরঞ্জিত

সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রাম সমাজ ও অর্থনীতির 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার' তত্ত্বকে পুরোপুরি মেনে নেননি। সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে, ভারতের গ্রামসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতার ধারণাকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক এস. সি. দুবেও মনে করেন যে ভারতীয় গ্রাম একটি 'স্বনির্ভর ছোটো প্রজাতন্ত্র' বহুল প্রচারিত এই মত একেবারেই ঠিক নয়। তাঁর মতে, অতীতেও অন্তত কিছু ক্ষেত্রে ভারতীয় গ্রামগুলিকে বাইরের জগতের ওপর নির্ভর করতে হত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক দুবে কিছু উদাহরণও দিয়েছেন। যেমন, যাযাবর বেদেরা গ্রামে গ্রামে লবণ সরবরাহ করত। আরও অনেক দ্রব্যের জন্য এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। এমন একটি স্থানে সাপ্তাহিক হাট বসত সেখানে যাতায়াতের সুবিধা ছিল। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম হত। স্থানীয় ও আঞ্চলিক মেলাগুলিতেও দূর থেকে মানুষ আসত। এছাড়া বিবাহ এবং অন্যান্য সূত্রে গ্রাম-গ্রামান্তরে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক দুবের মতে, সেই সময়ে আন্ত-গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ঐতিহ্যও গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, 'গ্রামসমাজ' মানে এই দাড়ায় না যে তার সদস্যদের প্রতিভূ হিসেবে গ্রাম কমিউন গ্রামের সব জমির অধিকারী ছিল। জমিতে যে যৌথ মালিকানা ছিল বা গ্রামের কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন বা পুনর্বন্টন করা হত—তেমন কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। উৎপাদনের বাইরে এমন কিছু ক্ষেত্র ছিল যেখানে গ্রামবাসী কৃষকরা প্রায়ই যৌথভাবে কাজ করত। এরা ছিল সাধারণত একই 'ভাইয়াচারা'র বা ভ্রাতৃত্বের অন্তর্গত। এই যৌথভাবে কাজ করার জন্য তারা যে মিলিত সংস্থা গড়ে তুলেছিল অধ্যাপক হাবিবের মতে তারই নাম দেওয়া হয়েছে গ্রামসমাজ। প্রথমত, তাঁরা কাজ করত একটা দল বেঁধে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করতে তাঁদের দল বাঁধতেই হত। গ্রামীণ এককগুলিতে একই সাথে বিরাজ করত

Scanned with CamScanner

মুদ্রা-অর্থনীতি ও স্বয়ম্ভরতা, তাঁর মতে, পরস্পর বিরোধী এই দুই অর্থনৈতিক উপাদানের অস্তিত্বের দরুণই বোধ হয় সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রকট হতে দেখা গিয়েছিল একদিকে কৃষিতে ব্যক্তিগত উৎপাদন রীতির অস্তিত্বে, অন্যদিকে গ্রামসমাজের গঠনে।

❑ উপসংহার

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রাম সমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতির ধারণা পুরোপুরি ঠিক না অতিরঞ্জিত সে বিষয়ে বিতর্ক এখানো শেষ হয়নি। এটা সত্যি যে, ভারতের সর্বত্র গ্রাম সমাজের ধারণা একই রকম ছিল না। অধ্যাপক ইরফান হাবিবের মতে, গ্রামসমাজের কাজকর্মের ধাঁচ সর্বত্রই একরকম ছিল এমন নয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকজন সমাজতাত্ত্বিকের সাম্প্রতিক গবেষণা উল্লেখযোগ্য। মুফাখারুল ইসলাম 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' গ্রামসমাজ সম্পর্কে প্রচলিত মতামতগুলি বিশ্লেষণ করে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা কিছুটা অতিকথন হলেও তুলনামূলকভাবে প্রাক্-ব্রিটিশ গ্রামসমাজ অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেই সময় দ্রব্য বিনিময় প্রথা ব্যাপকভাবে ছিল। তুলনামূলকভাবে মুদ্রার ব্যবহার কম ছিল। বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠী নিজ নিজ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে গ্রামগুলিকে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছিল। সমাজতাত্ত্বিক নাজমুল করিমের মতে, ব্রিটিশ আগমনের প্রাক্কালে ভারতের গ্রাম সমাজ না ছিল পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবার না ছিল পুরোপুরি মুদ্রা-অর্থনীতি নির্ভর। তাঁর মতে, এটা ছিল একটি পরিবর্তনশীল পর্যায়।

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতের গ্রামসমাজ ও গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পর্কে এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন গবেষণা ও বিতর্কের কথা মাথায় রেখে 'স্বয়ংসম্পূর্ণতার' ধারণাকে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় আপেক্ষিক ও সীমিত অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner